৪২তম সংখ্যা | জুলাই-সেপ্টেম্বর | ২০২১

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ ও ওয়াশ সেক্টরের মুখপত্র

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
কুমিল্লার শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

হেল্থ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আন্তর্জাতিক রিকভারী দিবস ও রিকভারী মাস উদ্‌যাপন

মাদকনির্ভরশীলতা, মানসিক এবং আচরণিক সমস্যাগ্রস্থ রোগীদের থেকে সুস্থতা প্রাপ্তদের অনুপ্রাণিত করতে আন্তর্জাতিকভাবে সকল দেশে সেপ্টেম্বর মাসে রিকভারী মাস উদ্‌যাপন করা হয়। "রিকভারী সবার জন্য: প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি পরিবার, প্রতিটি সম্প্রদায়" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের অধিনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য- ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের মনোযত্ন কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় লাইভ ওয়েবিনার। এতে মূল আলোচক ছিলেন মোঃ জহির উদ্দিন। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ, ডা. ফারজানা রহমান দিনা সাইক্রিয়াটিস্ট, এসোসিয়েট প্রফেসর (সোসাল সাইক্রিয়াটি), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ। এসময় আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসাপ্রাপ্ত একজন নারী রিকভারি এবং একজন পুরুষ রিকভারি সহ একজন অভিভাবক তাদের গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারিং করেন।

এছাড়া আন্তর্জাতিক রিকভারী দিবস ও রিকভারী মাস উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর এর উদ্যোগে সেন্টার থেকে চিকিৎসা প্রাপ্ত ৩১ জন রিকভারী ও ২ জন অভিভাবক, ২ জন প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিনিধি ও যশোর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ সেন্টারের সকল স্টাফদের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন যশোর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন কার্যালয়ের প্রসিকিউটর মোঃ রাসেল আহম্মেদ, আলোকিত বাংলাদেশ ও সমাজের কথার স্টাফ রিপোর্টার তবিবুর রহমান, দৈনিক প্রতিদিনের কথার সিনিয়র রিপোর্টার প্রনব দাসসহ সেন্টারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং ইনহাউজ ক্লায়েন্ট।

একই দিনে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে নারী রিকভারীদের নিয়ে রিকভারী শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রিকভারীগন তাদের শেয়ারিং এ বলেন প্রতিদিন নিয়মের মাঝে থাকা, যেকোন সমস্যায় পরিবারের সাথে শেয়ারিং ও কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ তাদের সুস্থ থাকতে সহায়তা করেছে।

এছাড়াও ৩২তম রিকোভারী মাস উদযাপন উপলক্ষে আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর সেন্টারে সারাদিন ব্যাপি বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে হলো আলোচনা সভার, রিকোভারী বনাম ইন হাউজ ক্লায়েন্ট প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভায় ৮ জন রিকভারী উপস্থিত ছিলেন, যারা তাদের সুস্থ থাকার অনুভূতি, পরিবারের সাথে থাকার ভালো লাগা, সুস্থ থাকার কৌশল ও সুস্থ থাকার জন্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ পাশাপাশি কিভাবে ওভারকাম করেছে সেই বিষয়গুলোর অনুভূতি শেয়ার করেন।

সম্পাদকীয়

নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করছে সেই সময়ে ১৯৯০ সালে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সকল পর্যায়ের গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমিক ৩০ বছরে পর্দাপন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় আমিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিকের কার্যক্রম কেবল মাদক, এইডস ও তামাকের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবা, মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচীতেও আমিকের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মাদক নির্ভরশীল পুরুষ ও নারীদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কারাবন্দী মাদক নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে কারাগারে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নসহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে সংযুক্ত আছে। আমিকের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সিভিল সোসাইটির নেটওয়ার্ক, গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয়, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সাথে এডভোকেসি করা সহ জাতীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তামাক ও মাদকবিরোধী সমস্যায় এডভোকেসি করে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ও অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এভাবে সমাজের মানুষের কল্যাণে আমিকের পথচলা চলমান রয়েছে ও ভবিষতেও থাকবে আর এই যাত্রায় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে এটাই প্রত্যাশা।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

১২তম বর্ষ
৪২তম সংখ্যা
জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২১

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
রেজাউর রহমান রিজভী
আঁখি খাতুন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
এটিএম. ফরহাদ পিন্টু

কুমিল্লার শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অবদান রাখায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা থেকে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (ক্লিনিক ভিত্তিক) এবং জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়,

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
১১ জুলাই ২০২১

অধিকার ও পছন্দই মূল কথা: প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত জনহারে সমাধান মেলে

Rights and Choices are the Answer: Whether baby boom or bust, the solution lies in prioritizing the reproductive health and rights of all people

World Population Day
11 July 2021

প্রশংসাপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ২০২০-২০২১ বছরে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অবদান রাখার জন্য আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী ..... কুমিল্লা ..... জেলার শ্রেষ্ঠ বেসরকারী (সিবিডি) সংস্থা নির্বাচিত হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ সংস্থার অবদান প্রশংসাযোগ্য। আমরা বিশ্বাস করি, এ কর্মোদ্যোগ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও অনুপ্রাণিত করবে।

উপপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা
জেলা ..... কুমিল্লা

জেলা প্রশাসক
জেলা .....

Foreign, Commonwealth & Development Office

কুমিল্লায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (সিবিডি) নির্বাচিত হয়। শ্রেষ্ঠ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (ক্লিনিক ভিত্তিক ও সিবিডি) নির্বাচিত হওয়ায় কুমিল্লা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোঃ মাহবুবুল করিম সম্মাননা সনদপত্র প্রদান করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুমন কুমার সাহা সম্মাননা সনদপত্রটি গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় একটি নগর মাতৃসদন ও ছয়টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে নগরীর ২৪টি ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।

সেফগার্ডিং বিষয়ক কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সেফগার্ডিং কমিটি স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের কর্মকর্তাদের ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার নীতিমালার উপর অনলাইন অরিয়েন্টেশন প্রদান চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০১ জনকে অরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমটি পরিচালনা করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের জেন্ডার কমিটির ফোকাল মোঃ আমির হোসেন, কো-ফোকাল সাম্মিয়া সাকিন ও মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। অভিযোগ প্রদানের জন্য ইমেইল ও কমিটির সদস্যদের ছবি সম্বলিত একটি টেম্পলেট সকল কর্মীদের প্রদান করা হয়েছে।

যক্ষ্মা সম্পর্কে সচেতনতা

গত ৭ সেপ্টেম্বর মাঠ পর্যায়ে সাধারণ জণগনের মধ্যে যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর উদ্যোগে যক্ষা বিষয়ক লিফলেট প্রদান করা হয়। এছাড়া মুদি দোকানদার ও সবজি বিক্রেতাদেরকে যক্ষা রোগ সম্পর্কে অবগত করা হয়। তাদেরকে যক্ষার লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় এবং যক্ষ্মা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। যক্ষ্মা কি ও যক্ষ্মার প্রকার ভেদ,

কিভাবে ছড়ায়, যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ, রোগ সনাক্তকরন ও আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত পূর্ণ মেয়াদের চিকিৎসা সম্পন্ন করা কেন জরুরী, ডট্স চিকিৎসা পদ্ধতি, ঔষধের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তামাকের সাথে যক্ষ্মার সম্পর্ক বাংলাদেশে যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা এবং জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী। আইপিটি চিকিৎসা, এমডিআর টিবি বিষয় নিয়ে- ধারণা দেয়া হয়। এছাড়া লক্ষণ থাকলে পরবর্তীতে সেবা নেয়ার জন্য ঢাকা আহছানিয়া মিশন পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, কুমিল্লা, রাজশাহী, মিরপুর ও হাজারীবাগ উদ্যোগে ১৫ আগস্ট প্রকল্প এলাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কালো ব্যাজ ধারণ এবং প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে শোক দিবসের ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া কুমিল্লায় ৩টি নরমাল ডেলিভারীসহ সেবাগ্রহণে আগত মোট ১৪২ জন, রাজশাহীতে ৩টি নরমাল ডেলিভারীসহ ১৬৫ জন, মিরপুরে ২টি নরমাল ডেলিভারীসহ ১১৫ জন এবং হাজারীবাগ ১৬৩ জনকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি ফ্রি ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্পের মাধ্যমে কুমিল্লায় ৩৫ জন, রাজশাহীতে ৫৫ জন, মিরপুরে ২৫ জন ও আরএইচ টেস্টিং এবং হাজারীবাগে ৬৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে কর্ম এলাকাসমূহে কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা হয়।

এছাড়া দিবস পালনে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় যার মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনমিত), আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যচিত্র, ভিডিও প্রদর্শন, কালো ব্যাজ পরিধান ও অন্যান্য।

কৃষি পণ্য বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাকটিভিটি প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলায় জুলাই- সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭ ব্যাচের মাধ্যমে ৪০ জন কৃষিপণ্য বিক্রেতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কৃষিপণ্য বিক্রেতাদের নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা তাদের ব্যবসা পরিচালনার কাজে সহায়ক হবে। পাশাপাশি উপকরণ ক্রেতাদের সঠিক পরামর্শ ও সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

খাদ্য বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ নিউট্রিশন এ্যকটিভিটি প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলায় জুলাই- সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩০ ব্যাচের মাধ্যমে ৩৫০ জন ফুড ভেন্ডরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ২৭৬ জন পুরুষ এবং ৭৪ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ- খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরন, ক্রেতা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক শিক্ষা, খাদ্য ঝুঁকি ও দূষণ এবং খাদ্য প্যাকেজিং, পরিবহণ ও মজুদ চর্চা ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ।

খাদ্য বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো- সাফল্যজনকভাবে বাজারমুখী খাদ্য উৎপাদন ও বিপননে চুড়ান্ত ভোক্তার অবস্থান এবং ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ফল এবং সবজি বিপণনের লক্ষ্য হল ভোক্তার নিকট নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পণ্য সরবরাহ করা। কিন্তু ফল ও শাক সবজিতে রোগের শক্তিশালী এবং রাসায়নিক দুষণসমূহের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। নিরাপদ খাদ্যপণ্য উৎপাদনের যথাযথ অনুশীলন এবং পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে গিয়ে ফসল সংগ্রহ, বিপণনে নানারকম মারাত্মক বিপদ এবং ঝুঁকি তারা ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে, তা তাদের পুরোপুরি বুঝতে হবে। যে সমস্ত বিষয়সমূহ সবজিকে সুরক্ষা ও গুণগত মানকে প্রভাবিত করে এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলি কমিয়ে আনে তা একজন খাদ্যপণ্য বিক্রেতাকে অনুধাবন এবং অনুশীলন করতে হবে।

কারাফেরত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ

২৭ সেপ্টেম্বর আইআরএসওপি প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের অংশ হিসেবে ২৫ জন কারাফেরত বন্দিদের

মাঝে গার্মেন্টস সেলাই মেশিন, রিক্সা ও ভ্যান বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে আরও ২৫ জনের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী প্রদান করা হবে। জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আমির হোসন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্ল্যাস্ট এর প্রতিনিধি এবং সেন্টেন্স প্লানিং ফ্যাসেলিটেটরগণ।

বাংলাদেশে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কর্মশালা

রাজধানী ঢাকার মহাখালীর ব্রাক সেন্টারে গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশীপ (জিআরএসপি) এবং গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটর (জিএইচএআই) এর যৌথ আয়োজনে ২৭ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে এবং এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশল নির্ধারনে ৩ দিনব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুয়েটের এআরআই, ব্রাক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা). ইমপ্রেসিভ কমিউনিকেশন লিমিটেড ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মাশালায় 'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮' এর দুর্বল দিকগুলো সংশোধন ও বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান, এডভোকিস অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও এডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তোষিকে কাইফু কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯তম পর্বে বক্তারা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন

কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন। গত ১১ জুলাই শনিবার সকাল ১১টায় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় 'সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক' শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান ও অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মো. সাইফুন নেওয়াজ।

'ই-সিগারেট বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে' -সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ঢাকা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত ই-সিগারেট ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার ফলাফল অবহিতকরণ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে সভার সহযোগিতায়

ছিলো ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে)। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগমের সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন- তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি খসড়া রোডম্যাপ করা হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই চূড়ান্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

তিনি আরো বলেন, ই-সিগারেট নামক একটি ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে যেটা আশংকাজনক। প্রচলিত সিগারেটের মতোই ই-সিগারেটও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর পণ্যটি নিয়ন্ত্রণে আইনে সরাসরি কিছু বলা নেই। বিধায় এটি নিয়ে কাজ করার অবকাশ রয়েছে। আইন সংশোধনে ই-সিগারেটকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে যে সুপারিশ আছে তা আমরা বিবেচনায় রাখবো।

অবহিতকরণ সভায় গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. সাইদুর রহমান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খোরশেদা ইয়াসমিন প্রমুখ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাংবাদিক ফেলোশিপ পেলেন চার গণমাধ্যমকর্মী

বাংলাদেশে তামাকবিরোধী সাংবাদিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাংবাদিক ফেলোশিপ পেলেন চার গণমাধ্যমকর্মী। তারা হলেন মাসুদ রুমী (কালের কণ্ঠ), ডলার মেহেদী (৭১ টিভি), জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না (আমাদের নতুন সময়) ও মো. আখতারুজ্জামান (আমাদের অর্থনীতি)।

মাসুদ রুমী
জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না
ডলার মেহেদী
মো. আখতারুজ্জামান

৭ জুলাই এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে ফেলোশিপ প্রাপ্ত চারজন গণমাধ্যমকর্মীর নাম ঘোষণা করা হয়। ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সাংবাদিক ফেলোশিপের বিজয়ী ঘোষণা এবং পুরস্কার প্রদানের ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য

ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন ও বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এছাড়া অতিথি হিসেবে ফেলোশিপ প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ফেলোশিপের উপর বিশেষ প্রেজেন্টশন উপস্থাপন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়ক মোঃ শরিফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ প্রাপ্ত চার গণমাধ্যমকর্মী ছাড়াও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য গণমাধ্যমকর্মীগণও উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিলে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আইনের সংশোধন জরুরী'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তামাকবিরোধী সাংবাদিকতায় ফেলোশিপ প্রদানের লক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছ থেকে আবেদন আহবান করা হয়। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ২৫ জন গণমাধ্যমকর্মী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে থেকে ১৪ জনের মোট ২১টি প্রতিবেদন প্রকাশিত/ প্রচারিত হয়। এই ২১টি প্রতিবেদনের ভেতর থেকে ৪টি প্রতিবেদনকে সেরা হিসেবে বাছাই করে প্রতিবেদককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। ফেলোশিপপ্রাপ্তরা পুরস্কার হিসেবে সনদপত্রের পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা করে সম্মানী পেয়েছেন।

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের মনোযত্ন সেন্টারের অধীনে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে মূল আলোচক ছিলেন ডাঃ রেহানুল ইসলাম মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র, সেলিনা

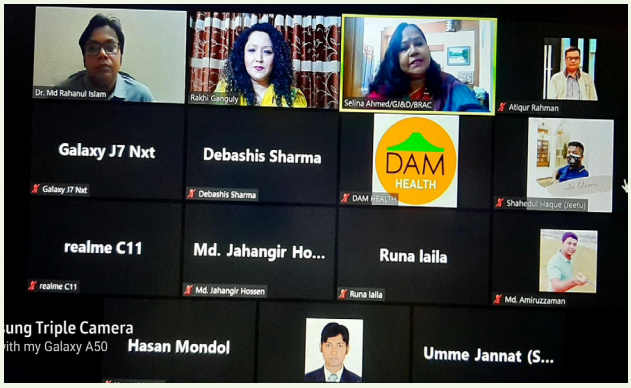

আহমেদ এনা প্রোগাম হেড জেন্ডার এন্ড ডাইভার্সিটি প্রোগ্রাম, ব্রাক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর এর সিনিয়র সাইকোলজিস্ট রাখী গাঙ্গলী।

বিচার বিভাগের জ্যেষ্ঠ মহিলা কর্তকর্তাদের মাঝে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ

গত ২৮ সেপ্টেম্বর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর অধীন আইন ও বিচার বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বৃটিশ ও জার্মান সরকারের যৌথ অর্থায়নে রুল-অব-ল প্রোগ্রামের অধীনে বিচার বিভাগের জ্যেষ্ঠ মহিলা কর্তকর্তাদের নিয়ে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুই দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব (মতামত) ও রুল-

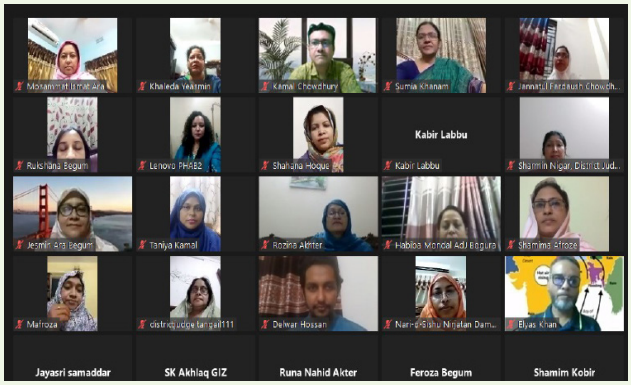

অব-ল প্রোগ্রামের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ডিরেক্টর উম্মে কুলসুম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তত্ত্বাবধানে ১০টি ব্যাচের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলার ৫১০ জন মহিলা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

মাদক প্রতিরোধে নাটোরের স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সভা

নাটোরে জেলার বাজেটে মাদক প্রতিরোধে নিয়মিত বাজেট বরাদ্দকরণ বিষয়ে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে ৩১ জুলাই 'ড্রাগ এবিউজ রেজিসটেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং (দাড়াও)' প্রকল্পের আওতায় লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে এডভোকেসি সভা শীর্ষক এডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। সভাটি জুম প্লাটফর্মে পরিচালনা করা হয়। নাটোর সদর পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নাটোরের জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নাটোর জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন, নাটোর সদর উপজেলার প্রধান নির্বাহী আফরোজা খাতুন, লালপুর উপজেলার প্রধান নির্বাহী শাম্মী আক্তার এবং সিংড়া, উপজেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম এম সামিরুল ইসলাম। সভায় প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লাইট হাউজের প্রধান নির্বাহী মো.হারুন-অর-রশিদ এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপনা করেন দাড়াও প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুব্রত কুমার পাল। এছাড়া সভায় নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলার চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, কাউন্সেলর ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগন অংশগ্রহণ করেন।

নাটোর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান মোঃ শরিফুল ইসলাম রমজান তার বক্তব্যে নাটোর সদর উপজেলা থেকে মাদকবিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সভাপতির বক্তব্যে নাটোর পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরী বলেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সকলকে সক্রিয় ভুমিকা পালন করতে হবে।

ওয়াশ সেক্টর

বিশ্ব পানি সপ্তাহ উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন ওয়াশ সেক্টরের প্রকল্প "হিউম্যানিটারিয়ান ওয়াশ ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস" এ গত ২৩ থেকে ২৭ আগস্ট সাথে বিশ্ব পানি সপ্তাহ ২০২১ উদযাপিত হয়। প্রকল্পের কর্মীগণ উপকারভোগীদের মধ্যে পানি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে র‍্যালি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে।

আর্সেনিক-আয়রন দূরীকরণ প্লান্ট উদ্বোধন

গত ২৯ সেপ্টেম্বর বেনাপোল পৌরসভায় ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের 'ওয়াটারঃ সাস্টেইনেবল আরবান প্রভিশন, বেনাপোল' প্রকল্পে স্থাপিত আরসেনিক-আয়রন দূরীকরণ প্লান্ট উদ্বোধন করেন বেনাপোল পৌরসভার মেয়র মোঃ আশরাফুল আলম এবং শার্শা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মীর আলিফ রেজা। মেয়র নিজ হাতে

প্লান্ট থেকে পানি সংগ্রহ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে খাওয়ান এবং এ দৃশ্যে উপস্থিত বেনাপোলবাসী মজা পেয়ে করতালীতে চারদিক মুখরিত করে ফেলেন। এরপর মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছাড়াও ওয়ার্ড কাউন্সিলর আমিরুল ইসলাম, প্যানেল মেয়র মোঃ শাহাবুদ্দিন মন্টু, ডিপিএইচই এর সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ গোলাম শরীফ, প্লান্টটির ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের আমাদের কলারোয়া প্রকল্পের ম্যানেজার আইয়ুব আলী এবং বেনাপোল এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। সভাটি পরিচালনা করেন প্রকল্পটির ম্যানেজার ইকবাল হোসেন।

হাইজিন প্রোমোশন সেশন

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন কর্তৃক বেনাপোল পৌরসভার সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়নাধীন ওয়াটারঃ সাস্টেইনেবল আরবান প্রভিশন, বেনাপোল প্রজেক্টের অধীনে পৌর এলাকার কাগজপুকুর বাজার সংলগ্ন কমিউনিটিতে ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয় হাইজিন প্রমোশন সেশন। কোভিড-১৯ ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়াসহ ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক এই সেশনে কমিউনিটির নারী-পুরুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। নিজেরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং বন্ধু মহলেও তারা এ সংক্রান্ত ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাত তুলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। সেশন শেষে কয়েকজন শিশু, কিশোর-কিশোরী সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ডেমোনস্ট্রেশন করেন।

নিরাপদ স্যানিটেশন ও হাইজিন নিশ্চিতকরণ

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টরের ২টি প্রকল্প স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসানোর কাজ করছে। কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় 'হোস্ট কমিউনিটি'-তে ১৫টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণকাজ এবং ৫০টি নষ্ট ল্যাট্রিন মেরামতের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১৩০টি ল্যাট্রিন মেরামত এবং ৭০টি ল্যাট্রিন ডি স্লাজিং এর কাজ শুরু হবে। পটুয়াখালী জেলার ১১ ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন ম্যাক্স নিউট্রিওয়াশ প্রকল্পের অধীনে ৩৫০টি ল্যাট্রিন, ১৩৭৩টি ডাইনিং বেসিন এবং ১৭৪৩টি ল্যাট্রিং বেসিন স্থাপিত হয়েছে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ওয়াশ সেক্টর পানি সরবরাহ নিয়ে কাজ করছে। ম্যাক্স নিউট্রিওয়াশ প্রোগ্রামের আওতায় পটুয়াখালী জেলায় ১৮টি মিনি-ক্লাস্টার পাইপ ওয়াটার স্কিম স্থাপনের কাজ চলমান আছে, যা পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রামবাসীর দোরগোড়ায় পানি সরবরাহ করবে।

এআইআরপি পরিস্কারক দলের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ

ওয়াটারঃ সাস্টেনেবল আরবান প্রোভিশন বেনাপোল প্রোজেক্টের অধীনে এআইআরপি পরিস্কার করার দলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১১ সেপ্টেম্বর বেনাপোল পৌরসভা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সম্মিলিতভাবে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। প্রশিক্ষণটির ভেন্যু ছিল বেনাপোল পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড। প্রশিক্ষণটির প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন কলারোয়া পৌরসভার মোঃ মুসা করিম এবং সহযোগী প্রশিক্ষক ছিলেন এই প্রকল্পের ম্যানেজার মোঃ ইকবাল হোসেন।

কর্ম-এলাকা পরিদর্শনে ডিরেক্টর, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর

৯ আগস্ট ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার মাঝ সখিপুর গ্রামের সাহেব বাড়ি ও কলেজ পড়া মাঠ সংলগ্ন নতুন দুটি আর্সেনিক-আয়রন দূরীকরণ প্লান্ট এর নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

মাদকনির্ভরশীল নারী ও পুরুষদের চিকিৎসা সহায়তায় অনন্য প্রতিষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭১৫-৪০৭৮৪৩, ০১৭৭২৯১৬১০২

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
(ঢাকাতে অবস্থিত নারী কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩, ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র
(আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ)
মোবাইল: ০১৮১০-১১৩৬৪১, ০১৭৮২-৯৬৬৬০৬, ০১৪০১-১৬৬৬০৬

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি-১৫২, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪ আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com
web: www.amic.org.bd; dam-health.org